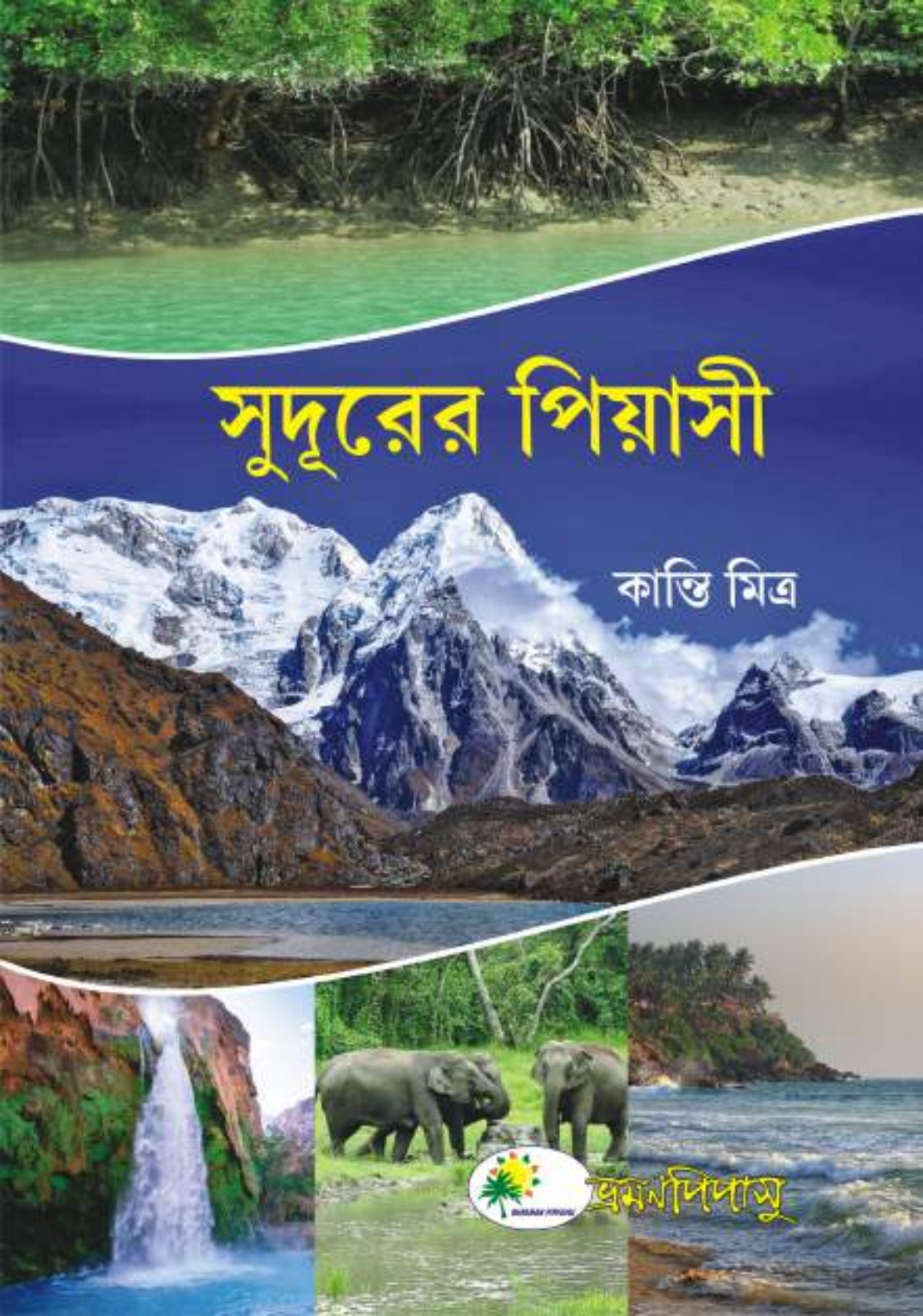

সুদূরের পিয়াসী

কান্তি মিত্র

ভ্রমণপিপাসু

সুদূরের পিয়াসী

কান্তি মিত্র

ঃঃ প্রকাশক ঃঃ

ভ্রমণপিপাসু

ইই-৩৭এ/১, সেক্টর-২, সল্টলেক

কলকাতা-৭০০ ০৯১

সুদূরের পিয়াসী
কান্তি মিত্র

Sudurer Piyashi *by Kanti Mitra*

প্রথম প্রকাশ ঃ ২২ শ্রাবণ, ১৪২৬ (৮ আগস্ট, ২০১৯)

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক
(অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

গ্রন্থনা ও বিন্যাস ঃ সৌমেন চক্রবর্তী
প্রকাশক ঃ মিলন গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
এক্‌মি এন্টারপ্রাইজ
১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মোবাইল ঃ ৯৮৩০০৬০৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
ভ্রমণপিপাসু
ইই-৩৭/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫

বিনিময় ঃ ৩০০ টাকা

লেখকের কথা

কেন বেড়াতে যাব? বেড়াতে যাওয়া মানেই মনের আনন্দ, শরীরের আনন্দ, নতুন নতুন মানুষদের দেখার আনন্দ। আর নানা রঙের অভিজ্ঞতার কথা। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে মধ্যে সুদূরের সন্ধানে, কখনও মনে মনে, কখনও সুযোগ হলে সাধের জায়গায় চলে যাই। নতুন জায়গা দেখার সাথে সাথে নতুন মানুষকে পাওয়া যায়। শরীর মন ভরে ওঠে নির্মল আনন্দে। এই বেড়ানো আমাদের অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যাওয়ার কিছু ঘাটতি তা মেটায়। সেটাই বা কম কী। প্রকৃতি এমনি এক মায়া মুহূর্তে আপন করে নেয় অচেনাকে।

আগেকার দিনে মানুষ পূণ্যের জন্য তীর্থ ভ্রমণে যেতেন। পূণ্যের জন্য তীর্থ যাত্রা আসলে এটা একটা রোজকার রুটিন থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার অন্য উপায়। দূর দূর অঞ্চলের মানুষরা এই তীর্থ যাত্রীদের উপর নির্ভর করে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করতেন। এসব জায়গার মধ্যে পাহাড়ে কেদার, বদ্রী, অমরনাথ আছে, সাগরে আছে গঙ্গাসাগর, আসামে কামরূপ কামাক্ষা এইরকম আর কী। আসলে তীর্থযাত্রায় গেলে এসব এলাকার মানুষেরা তীর্থযাত্রীদের টাকায় তাদের জীবনযাপন করতে পারেন।

আগে বেড়ানো হত জলপথে বা স্থলপথে। এখন হয় বিমানপথে। আবার জঙ্গলে প্রকৃতির কোলে আদিবাসী ডেরায় বসে গাইতে, নাচতে এক নতুন জীবনের স্বাদ পাওয়া। আসলে বেড়ানোর ভেতরে একটা পাঁচমিশেলি গন্ধ পাওয়া যায় যেমন গাড়ির ধোঁয়া, হট্টগোল, হালকা ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি ঝিমঝিম গন্ধ পরিবেশ বৈচিত্রপূর্ণ প্রকৃতি

ও মনের মিল প্রকৃতির সাথে এইরকম আর কী। বেড়ানোর কথা শুনলেই খুশির ঢেউ বয়ে যায় হৃদয় মাঝে। তবে খুশির কথা এখন ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই বেড়াতে যাবেন সর্বত্রই পাঁচতারা হোটেল থেকে সাধারণ মানের হোটেল আছে। তাছাড়া একটু শহরের বাইরে অজস্র নামী-দামি, সাধারণ মানের হোটেল ও হোমস্টের ছড়াছড়ি। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকার সুবিধা নিয়ে অহেতুক চিন্তার কারণ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক উন্নত। সর্বোপরি তথ্য প্রযুক্তিও একটা ভাল মাধ্যম যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

কিন্তু একটি বিষয় মনে খুব ভয় জাগায় তা হল দূষণ। পরিবেশ দূষণ যেভাবে প্রকৃতিকে গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছে একটি বিষয় পরিষ্কার আগামী দিনে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে ভয়াবহ দুঃসংবাদ বয়ে আসতে চলেছে। যেমন কেদারনাথে ঘটে গেল ভয়ংকর ধ্বংসলীলা। যত্রতত্র হোটেল গড়ে ওঠা, গাছকাটা, নিকাশি ব্যবস্থা, সামুদ্রিক দূষণ, প্ল্যাস্টিকের লাগামহীন ব্যবহার সবমিলে এক দুঃসহ পরিবেশ গড়ে উঠেছে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃতির বুকে। পরিবেশ দপ্তর ভারতীয় ভূখণ্ডে কতখানি প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি নজর রাখছেন জানি না তবে এ বিষয়ে এখনই সচেষ্ট না হলে আগামী দিনে প্রাকৃতিক বিপদ এড়ানো দায় হয়ে উঠবে।

অনেকেই এখন বিদেশ যান। কিন্তু আমাদের দেশে কত রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে ভরা পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গলের জানা-অজানা জায়গা আছে তাদের এক জীবনে দেখে শেষ করা কার্যত অসম্ভব। এক নতুন ভাবনায় আর আঙ্গিকে, পরিবেশনের ধাঁচে বেড়াতে যাওয়ার খুঁটিনাটি তথ্য ও জায়গা সম্পর্কে আমি আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেলাম সেইসব ভবঘুরের কথা যারা মনে মনে বা সত্যি সত্যি বেড়াতে যেতে চায় তাদের কথা ভেবে। একজন পথিকের কাজে লাগলে আমি আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

প্রকাশকের কথা

ভ্রমণ বিষয়ে একটি পত্রিকা বা ট্যাবলয়েড প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল অনেক দিন। পাঁচ বছর আগে বেশ কিছু উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষের সমবেত উদ্যোগ ও উদ্যমে সেই স্বপ্ন বাস্তব হল। ভ্রমণপিয়াসী নামে প্রকাশিত হল একটি ত্রৈমাসিক ট্যাবলয়েড। দেশ-বিদেশ, নিকট-দূরে ভ্রমণ নিয়ে লেখা, বিবরণ, পথনির্দেশ সাথে ছবি। পাঠকের মন আকৃষ্ট হল। প্রতিটি সংখ্যার আকর্ষণ দেখা গেছে—এ এক বড়ো সাফল্য।

ইতিমধ্যে নিবন্ধন করতে গিয়ে নাম হয়েছে ভ্রমণপিপাসু। পাঠকের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, একটি অন্যতম হল, বিশেষ লেখার সংকলন প্রকাশ। দেশের নানা প্রান্তে ভ্রমণের যে হাতছানি তার পরিচয় লিপি।

বিশিষ্ট লেখক কান্তি মিত্র আমাদের পত্রিকার একজন লেখক, শুভানুধ্যায়ী, সংগঠক। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ভ্রমণ বিবরণ। সেইসব লেখা নিয়ে আমরা ভ্রমণপিপাসু একটি সংকলন প্রকাশ করতে সিদ্ধান্ত নিই। "সুদূরের পিয়াসী" নামে এই সংকলন গ্রন্থ আমাদের স্বপ্ন-সাধনার আরও একটি ধাপে উত্তরণ।

ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকাশনার পরিকল্পনা আছে।

যেহেতু, আমরা কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছি না, তাই পাঠক, লেখক, সংগঠক সকলের উৎসাহ, আন্তরিকতা ও যোগদানে একধরনের তৃপ্তিকর সাফল্য অর্জন করতে পারব। অনেকেই নানাভাবে সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন ও সঙ্গে আছেন। দীর্ঘ সেই নামের তালিকা। তাই উল্লেখ না করে ঋণ স্বীকার করছি।

আশা করি লেখকের নিষ্ঠা ও আমাদের আন্তরিক প্রয়াস সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

সৌমেন চক্রবর্তী
(৯৪৩২৮০০৬১৩)

সূ চি প ত্র

অমোঘ রূপের টানে অমরনাথ ❑ ৯

অনায়াসে বারবার অরুণাচল ❑ ১৬

মায়াবী কল্পা ❑ ২৪

অনন্য ভাস্কর্যের খাজুরাহো ❑ ২৭

আরু না বেতাব ভ্যালি? ❑ ৩২

মায়াবতী ❑ ৩৬

রেশম পথের সুহানা সফরে ❑ ৪২

রোমাঞ্চে ভরপুর চাঁদিপুর ❑ ৪৯

তীর্থস্থান দর্শনে তামিলনাড়ু ❑ ৫৩

ভূ-স্বর্গের কয়েকটা দিন ❑ ৫৮

সব ঋতুতেই মন্দারমণি ❑ ৬৪

প্যাংগংয়ের হাতছানি ❑ ৭১

দেবভূমি দর্শনে ত্রিযুগী নারায়ণ ও বদ্রীনাথ ধাম ❑ ৭৫

রিশপ ছুঁয়ে অজানা গন্তব্য রোলেপ ❑ ৮৩

গাছ ঝাঁকাতেই ঝুরঝুর করে বরফ ❑ ৯৪

বাস ভ্রমণে স্বপ্নপূরণ ❑ ১০১

বরফিলা জোজিলা ❑ ১১২

আদি অকৃত্রিম রূপে ভরা কিন্নর-লাহুল-স্পিতি ❑ ১১৭

বৃষ্টি ভেজা গোরুমারা ❑ ১২৪

আমার দার্জিলিং ❑ ১৩১

প্রকৃতি আর স্থাপত্যের মিশেলে অনবদ্য রাজস্থান ❑ ১৩৭

সূর্য রঙে, নদী সাজে গেঁওখালি ❑ ১৪৬

সবুজের মাঝে রহস্যের ছোঁয়া ❑ ১৫২

খারদুংলা-নুব্রার যুগল বন্দী ❑ ১৫৮

অপরূপ মুন্সিয়ারী ❑ ১৬২

ছিটকুলে এক রাত ❑ ১৬৭

বিস্ময়কর পাতাল ভুবনেশ্বর ও শান্তশ্রী কৌশানি ❑ ১৭১

ইয়ুসমার্গ-এক অচিন গাঁওয়ের রূপকথা ❑ ১৭৭

মহাদেব ভস্মাসুরের ভয়ে পালালেন? ❑ ১৮৩

সবুজে সাদায় রহস্যময়ী কুমায়ুন ❑ ১৮৯

চিত্তাকর্ষক ভ্রমণপথ—লেহ-শ্রীনগর ❑ ১৯৬

কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে ❑ ২০৩

শরতে আউলির রূপকথা ❑ ২০৮

সবুজ-সাদার সামিয়ানায় হরশিল ❑ ২১১

নেপালে কয়েকটা দিনের স্মৃতি ❑ ২১৭

সবুজের সমারোহে ঘেরা পাহাড়-অরণ্যে সফেদ জলধারা ❑ ২২৪

টাবো ঃ প্রকৃতি যেখানে ভাস্কর ❑ ২২৯

ঐতিহ্যের অমরকন্টক ❑ ২৩৬